بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর গণ্ডির বাইরে থেকে কোন নবী আসতে পারে না, কোন নতুন শরীয়রত আসতে পারে না ।
আমরা যদি মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) কে মসীহ ও মাহ্‌দী হওয়ার যোগ্যতায় নবীও মান্য করি, তাহলে তা মহানবী (সাঃ) এর পূর্ণ দাসত্বের ভিত্তিতেই মান্য করি, আর এটিই পূর্ববর্তী উলামাদেরও মত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আমরা আজকাল ইসলামী মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত করছি। ইসলামী বিশ্বে, বিশেষ করে পাক-ভারতে এ মাসের গুরুত্বের কারণ হল, সেখানে এটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। এমনিতে তো সারা বিশ্বে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল মহানবী (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) **'সীরাত খাতামান্নাবীঈন'** পুস্তকে এটিও লিখেছেন যে, একজন মিশরীয় পণ্ডিতের গবেষণা অনুসারে ০৯ই রবিউল আউয়াল রসূলে করীম (সা.)-এর জন্ম হয়েছে। যাহোক 'রবিউল আউয়াল' সেই মাস যে মাসে আমাদের মনীব এবং অনুসরণীয় নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় যে, তারা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী রসূলের জন্মদিবস উদযাপন করে কিন্তু তারা নিজেরা ? قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ (সূরা আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থল হয়ে আছে। খোদা তা'লা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডির যে বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন তা হল, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (সূরা আল্-ফাতাহ: ৩০) অর্থাৎ তারা পরস্পরের প্রতি অতীব দয়াদ্র। কিন্তু এরা দয়া প্রদর্শন তো দূরের কথা এদের অধিকাংশ বরং পরস্পরের রক্ত পিপাসু। প্রতিদিন সংবাদ আসে যে, শত শত মুসলমান মুসলমানদেরই হাতে নিহত হচ্ছে। আর এই বিষয়টি এমন যা আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। যদি এরা নিজেদের মাঝে অন্যায় করে বেড়ায় তাহলে করুক, কিন্তু এসবকিছু হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে। সেই খোদা যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি রহমান, রহীম আর সেই রসূল যিনি **'রহমতুল্লিল আলামীন'**, তাঁদের নামে অন্যায়, অবিচার আর বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অসহায় নারী, শিশু এবং নিষ্পাপদের বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে, তাদেরকে বস্ত্রহীন অবস্থায় এবং অনাহারে জীবন যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। এক কথায় নির্লজ্জতার বেশাতি করে এবং ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে এসব কিছু করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, একজন মুসলমানকে জেনে শুনে হত্যা করা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কোন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করলে জাহান্নামের অগ্নি এড়াতে পারবে না। কিন্তু এই ধর্মের ঠিকাদার এবং স্বার্থপর নেতারা অতি সরল এবং স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদের জান্নাতের লোভ দেখিয়ে এমন কাজে ঠেলে দিচ্ছে। ইসলামকে এরা এতটা বদনাম করেছে যে, আজ অ-মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নাম শুনলে প্রথম ধারণা বা প্রথম চিত্র যা মাথায় আসে তা হল অন্যায়, নিষ্পেষণ এবং বর্বরতা। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এসব নামধারী মুসলমান নেতারা সমবেত হয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার কথা বলে বা সহযোগিতার নসীহত করে। আর এটি হল সেই কথা যার বিরুদ্ধে খোদা এবং তাঁর রসূল নির্দেশ জারী করেছেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা যখন এমন

হবে, মুসলমানদের হৃদয় যখন এভাবে বহুধা বিভক্ত হবে, তাদের অবস্থা হবে قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ (সূরা আল্-হাশর: ১৫), যখন মুসলমান পরস্পরকে জবাই করবে আর নামধারী আলেমদের কাছে হিদায়াতের জন্য যাবে, যাদের সম্পর্কে এদের ধারণা হবে যে, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত, কিন্তু তারা সেই সকল আলেমদেরকে এমন অপকর্মে লিপ্ত পাবে যেসব অপকর্ম মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। বরং সাধারণ আলেমদের চেয়েও তাদের অবস্থা হবে নিকৃষ্ট। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **'উলামাউহুম শার্‌রু মান তাহ্‌তা আদীমিস্ সামা'**।

অর্থাৎ তাদের আলেম সমাজ আকাশের নিচে বসবাসকারী সব সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে। কেন? এজন্য যে, তিনি বলেন, এরা নৈরাজ্যবাদী আলেম হবে, এদের মধ্য থেকে নৈরাজ্যের সূচনা হবে আর আজকে আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মাঝে আমরা এটিই দেখছি। আগুন নিভানোর পরিবর্তে এরা অগ্নি সংযোগকারী এবং আগুন লাগিয়ে থাকে। অতএব তিনি (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য যারা নিজেদের হৃদয়ে দরদ পোষণ করে এমন মুসলমান যেন নিরাশ না হয়। এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী আসবেন। যিনি তার মনীব এবং অনুসরণীয় নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলমান এবং অ-মুসলিম সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের দৃষ্টিনন্দন এবং সমুজ্জল শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবেন। আর পুনরায় এটিকে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এ কথাকেই এই আলেম সমাজ অস্বীকার করে আর সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মুসলমাদের ভ্রান্ত কথা বলে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর তারা মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং তাদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেসব কথা শোনায় যার কোন অস্তিত্বই নেই। সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এই কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলিম মুসলমানই গণ্যহতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তিনি (সা.)-এর সত্তায় শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এসব নৈরাজ্যবাদী মৌলভী জনসাধারণের আবেগ অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয় যে, আহ্‌মদীরা খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখে না। এর জন্য 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়ে لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যে ব্যক্তি আহ্‌মদী আখ্যায়িত হয়ে এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, রসূলে করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বিহর্ভূত।

১২ই রবিউল আউয়ালের প্রেক্ষাপটে রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে চারদিন পূর্বে পাকিস্তানের দুলমিয়ালে বখাটে এবং মৌলভীরা সমবেত হয়ে মিছিল বের করেছে এবং আমাদের মসজিদে হামলা করেছে। মসজিদে আহ্‌মদীরা ছিল, আহ্‌মদীরা ভিতরে তাদেরকে আসতে দেয় নি, দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু পুলিশের কথায় আহ্‌মদীরা যখন দরজা খুলে দেয় আর পুলিশের এই নিশ্চয়তা সাপেক্ষে দরজা খোলে যে, তারা মসজিদের হেফাযত করবে, তখন এসব উন্মাদরা মসজিদে প্রবেশ করে আর পুলিশ পাশ কাটিয়ে যায়। এরপর তারা মসজিদের বিভিন্ন আসবাপত্র বের করে জ্বালিয়ে দেয় আর নিজেদের ধারণা অনুসারে ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে বলে তারা আত্মপ্রসাদ নেয়। যাহোক আমরা আইনের বিরুদ্ধে যাব না আর আমরা যাইও না। ইহজাগতিক সাজ-সরঞ্জামের যতটুকু সম্পর্ক আছে তারা ক্ষতি করেছে করুক। কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্বাস এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস আর একত্ববাদকে হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রথিত করার যতটুকু সম্পর্ক আছে এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারি কিন্তু আমরা পিছু হটবো না। আমরা সব সময় এটিই বলে আসছি আর এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে আসছি যে, **'লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এর ঘোষণা করা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি না। এরা প্রথাগতভাবে একত্রিত হয়ে মিলাদ-মাহফিল করে থাকে। পাকিস্তানে এদের অধিকাংশ বক্তৃতায় আহ্‌মদীদের গালমন্দ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। সাময়িকভাবে তারা নোংরা কথাবার্তা বলে এবং বিষোদগার করে আর মনে করে যে, এভাবে তারা ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে। কিন্তু জামাতে আহ্‌মদীয়া ইসলামের সত্যিকার সেবার দায়িত্ব তখন নিজেদের কাঁধে নিয়েছে যখন প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি করেন আর তিনি এটিই বলেছেন যে, একত্ববাদ এবং মহানবী (সা.)-এর সুমহানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এসেছি, ইসলামের পুনর্জাগরণ আমার মাধ্যমেই হবে। আর দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে যখন অমুসলিমরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় এবং বই-পুস্তকে অপলাপ করে এবং অত্যন্ত নোংরা ভাষায় লেখালেখি আরম্ভ করে তখন দ্বিতীয় খলীফা ব্যাপক পরিসরে সীরাত সম্মেলনের

ব্যবস্থা করেন। আর আহ্‌মদী এবং অ-আহ্‌মদী সকলকেই বলেন যে, এখন মতভেদ পরিত্যাগ করে সম্মিলিতভাবে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের সুরক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নাও এবং ব্যাপক পরিসরে তিনি এর সূচনা করেন, বরং তিনি ভদ্র অমুসলিমদেরকেও এই আমন্ত্রণ জানান। মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমের হিফাযত করা মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। তাই অ-মুসলিম ভদ্র শ্রেণীও যেন তাঁর জীবনী বা আচরিত জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা করে। অতএব অনেক অ-মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণী যাদের মাঝে হিন্দুরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তারা মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ ও সন্দর্ভ পাঠ করে। ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে এর প্রথম যে জলসা হয় সেখানে হিন্দু কবিদের দুটো না'তও পাঠ করা হয়েছে। আর যেমনটি আমি বলেছি, সমগ্র ভারতে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রেরণায় সীরাত সম্মেলন হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আলেম সমাজসহ সে সময়কার অনেকেই, যাদের মাঝে বিরোধিতাও ছিল, কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিল যারা এই পরিকল্পনা এবং এই প্রচেষ্টাকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়েছে। আর পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্যও হয়েছে এবং সংবাদও ছেপেছে।

আল্-ফযল পত্রিকা তখন বিশেষ করে খাতামান্নাবীঈন সংখ্যা ছেপেছে। আর তখন থেকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত নিয়মিত সীরাতুন্নবীর জলসার আয়োজন করে আসছে। তিনি যে চার-পাঁচটি পয়েন্ট দিয়েছিলেন সেগুলোর একটি হল, শুধু ১২ই রবিউল আউয়াল নয় বরং সারা বছরই বিভিন্ন সময় সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাহোক, এই হল জামাতে আহ্‌মদীয়ার ইতিহাস। এখনও জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে, যেখানেই জামাতে আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর আহ্‌মদী তো রয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ্ সব সময় এমনটিই থাকবেও, যারা খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা ও মর্ম বোঝে আর মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করছে। এটি এ জন্য যে, এ যুগের ইমাম ও মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আ.) আমাদেরকে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত যদি পৌঁছতে হয় তাহলে মহানবী (সা.)-এর আঁচল আকড়ে ধর। কেননা তিনিই এখন মুক্তির একমাত্র পথ, এছাড়া মুক্তির অন্য কোন মাধ্যম নেই। তিনি (আ.) বলেন, **'ওহ্ হ্যায় ম্যায় চিয কেয়া হুঁ',** (অর্থাৎ তিনিই সব কিছু আমি কিছুই নই)। তিনি (আ.) নিজেকে কখনো বড় বলেন নি বা বড় বলে দাবি করেন নি। সব সময় মহানবী (সা.)-এর মাহাত্মই বর্ণনা করেছেন। আর এই যে অপবাদ রয়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না। এর অপনোদন বা খণ্ডনে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

"এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামাতের প্রতি এই যে অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি এক ভয়াবহ অপবাদ। আমরা যে ঈমানী শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস রাখি, তার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের সেই যোগ্যতাই নেই। এই সত্য এবং রহস্য যা খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে রয়েছে এটি তারা বোঝেই না। এরা কেবল নিজেদের পিতা-পিতামহের কাছে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আর জানে না যে, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে? আর এতে ঈমান আনার অর্থ এবং মর্ম কী ? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে, যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম এমনভাবে উন্মুক্ত করেছেন যে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে তা থেকে আমরা একটি বিশেষ স্বাদ পাই যার ধারণা তারা ব্যতীত অন্যরা করতেই পারে না, যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়।"

সুতরাং, আমাদেরকে যারা খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী মনে করে তারা নিজেরা অন্ধ, তাদের হৃদয় অন্তঃসারশূণ্য। কেবল নারাহ্‌বাজি আর নৈরাজ্য এবং ভাঙচুর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কী বা আছে? ইসলামের যে বাণী এখন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বময় প্রচার করে চলেছে তা কি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য কৃত দোয়া থেকে মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর জামাতই অংশ পাচ্ছে।

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সেই নবী (সা.) দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, যিনি খাতামুল আ'রেফীন এবং খাতামান্নাবীঈন। অনুরূপভাবে সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যা সবচেয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহানবী (সা.) যিনি খাতামান্নাবীঈন, তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কেউ কাউকে গলা টিপে হত্যা করে বা শেষ করে। এভাবে শেষ হওয়া প্রশংসার কারণ নয়। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের সমাপ্তির অর্থ হল, সহজাত বা প্রকৃতগত ভাবে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের বৈশিষ্টাবলী চরম ও পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব যা আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেওয়া হয়েছে, কাউকে কোনটি, অন্য কাউকে অন্য কোনটি, তার পুরোটাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সমবেত করা হয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিগতভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত হলেন। অনুরূপভাবে সমস্ত ওসীয়্যত বা নসীহত আর তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছে, তা কুরআনের মাঝে পরম রূপ পেয়েছে আর এভাবে কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হল।

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থাৎ চিরকালের জন্য জীবন্ত রসূল হলেন মুহাম্মদ (সা.), এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট ইহুদি হোক বা হযরত ঈসা (আ.) কে যারা খোদা হিসেবে ডাকে এমন খ্রিস্টান হোক, তাদের মাঝে কেউ আছে কি যে, এ সমস্ত নিদর্শনের ক্ষেত্রে আমার মোকাবেলা করতে পারে। আমি উচ্চ স্বরে বলছি যে, কেউ নেই, একজনও নেই। এটি আমাদের মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের প্রমাণ। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, অনুসরণীয় নেতার কোন শিষ্যের বা অনুসারীর হাতে বা মাধ্যমে যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ পায় তা নবীর নিদর্শন বলেই গণ্য হয়। অতএব, যে সমস্ত অলৌকিক নির্দশনাবলী আমাকে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণীর যে সমস্ত অসাধারণ নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর জীবন্ত নিদর্শন। অন্য কোন নবীর অনুসারী আজ এটি নিয়ে গর্ব করতে পারবে না যে, সে-ও তার নিজের মাঝে অনুসরণীয় নবীর আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারে। এই গর্ব শুধু ইসলামেরই। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়, চিরকালের জন্য জীবন্ত রসূল শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হতে পারেন, যার পবিত্র নিঃশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে সকল যুগে এক খোদা প্রেমিকব্যক্তি খোদাকে প্রদর্শনের বা খোদা দেখানোর প্রমাণ দিতে পারে।

অতএব শত্রু আমাদেরকে যা-ই বলুক না কেন আর যেই অপবাদই আমাদের প্রতি তারা আরোপ করতে চায় করতে পারে। আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি খাঁটি ভালোবাসা বিরাজমান। আর তিনি (সা.)-এর মর্যাদা ও খাতামান্নাবীঈন সংক্রান্ত জ্ঞান সবচেয়ে বেশি আমাদের রয়েছে। এইসব কিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ্ করুন শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ এবং প্রতিটি যুলুম এবং নিষ্পেষণের ঘটনার পর আমরা যেন ঈমানে অধিক অগ্রগামী হই, পূর্বের চেয়ে অধিক যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে পারি, যেন তাঁর এই মর্যাদার সঠিক উপলব্ধি অন্যান্য মুসলমানদের মাঝেও সৃষ্টি হয়, আর বিভ্রান্ত মুসলমান যেন সঠিক পথে ফিরে আসে আর পৃথিবীতে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার যেন বিস্তার হয়। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 16th Dec, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B